খ বিভাগ- সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : كتاب الصوم (সাওম পর্ব)

١ .عرّف الصوم لغةً وشرعاً على ضوء المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-১: হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সাওম (রোজা) এর আভিধানিক ও শরঈ সংজ্ঞা দাও।

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হলো সাওম বা রোজা। এটি একটি দৈহিক ইবাদত, যা মানুষের আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের প্রধান মাধ্যম। দ্বিতীয় হিজরি সনের শাবান মাসে রোজা ফরজ হয়।

আভিধানিক অর্থ:

'সাওম' (الصوم) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা (الْإِمْسَاكُ)। চাই তা পানাহার থেকে হোক, কথাবার্তা থেকে হোক বা চলাফেরা থেকে হোক।

যেমন—কুরআনে হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ব্যাপারে বলা হয়েছে:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

অর্থ: আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য রোজার (অর্থাৎ মৌনতার বা কথা বলা থেকে বিরত থাকার) মানত করেছি। (সূরা মারইয়াম: ২৬)

পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে রোজার সংজ্ঞা হলো:

"ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলে।"

'কানযুদ দাকায়িক' গ্রন্থে বলা হয়েছে: "সাওম হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পেটের চাহিদা ও লজ্জাস্থানের চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকা, নিয়তসহকারে।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

হানাফী মাযহাব মতে রোজার সংজ্ঞায় তিনটি বিষয় মূল:

১. ইমসাক (বিরত থাকা): যা রোজার মূল রুকন।

২. সময়: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩. নিয়ত: আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য থাকা। কারণ নিয়ত ছাড়া না খেয়ে থাকলে তা উপবাস হবে, রোজা হবে না।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা রোজার সময়সীমা ও বিধান সম্পর্কে বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোজা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

٢ .ما هي مشروعية الصوم ودليل وجوبه من القرآن؟

প্রশ্ন-২: রোজার বিধিবদ্ধকরণ কী এবং কুরআন থেকে এর ফরজ হওয়ার দলিল উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

রোজা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর ওপরই ফরজ নয়, বরং পূর্ববর্তী সকল উম্মতের ওপরও ফরজ ছিল। এটি মানুষকে ফেরেশতাদের গুণে গুণান্বিত করে এবং পাশবিক প্রবৃত্তি দমন করে।

রোজার মাশরুয়িয়াত বা বিধিবদ্ধকরণ:

আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় হিজরির ১০ই শাবান তারিখে মদিনায় মুসলমানদের ওপর রমজান মাসের রোজা ফরজ করেন। এটি ইসলামের তৃতীয় রুকন। রমজানের রোজা 'ফরজে আইন'। সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুকিম (বাড়িতে অবস্থানকারী) প্রত্যেক মুসলমানের ওপর এই রোজা রাখা আবশ্যক।

রোজা ফরজ হওয়ার হেকমত সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—'লাল্লাকুম তাত্তাকুন' অর্থাৎ যেন তোমরা তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন করতে পারো। মানুষের রিপুর তাড়না দমন করার জন্য রোজার চেয়ে কার্যকরী কোনো ইবাদত নেই।

কুরআন থেকে দলিল:

পবিত্র কুরআনে রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট আয়াত নাজিল হয়েছে।

১. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

২. অন্য আয়াতে আল্লাহ রমজান মাসকে নির্দিষ্ট করে বলেন:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

অর্থ: সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস (রমজান) পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

এই আয়াতগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রমজানের রোজা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই এবং তা ইসলামের অপরিহার্য বিধান।

٣ .اذكر أنواع الصوم من حيث الوجوب والاستحباب.

প্রশ্ন-৩: ফরজ ও মুস্তাহাবের দিক থেকে রোজার প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী নামাজ বা যাকাতের মতো রোজারও বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাব মতে রোজা প্রধানত দুই প্রকার: ওয়াজিব (আবশ্যক) এবং নফল (ঐচ্ছিক)। তবে বিস্তারিতভাবে একে ৬ বা ৭ ভাগে ভাগ করা যায়।

রোজার প্রকারভেদ:

১. ফরজ রোজা (الصوم الفرض):

এটি দুই প্রকার:

- **নির্ধারিত ফরজ:** রমজান মাসের রোজা। এটি সময়ের সাথে নির্ধারিত।
- **অনির্ধারিত ফরজ:** রমজানের কাজা রোজা এবং কাফফারার রোজা। এগুলো বছরের যেকোনো সময় (নিষিদ্ধ দিন ছাড়া) আদায় করা যায়।

২. ওয়াজিব রোজা (الصوم الواجب):

- **মানতের রোজা (নজর):** কেউ যদি বলে "আমার কাজ হলে আমি রোজা রাখব", তবে তা পালন করা ওয়াজিব।
- **নফল রোজার কাজা:** নফল রোজা শুরু করে ভেঙে ফেললে তার কাজা আদায় করা হানাফী মতে ওয়াজিব।

৩. সুন্নত রোজা (الصوم المسنون):

যা রাসূলুল্লাহ (সা.) পালন করেছেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

- **আশুরার রোজা:** মহররমের ১০ তারিখ (সাথে ৯ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে রাখা)।
- **আরাফার রোজা:** জিলহজ মাসের ৯ তারিখ (হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য)।

৪. মুস্তাহাব বা নফল রোজা (الصوم المندوب):

- **আইয়ামে বিজ:** প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা।
- **শাওয়ালের ৬ রোজা:** ঈদুল ফিতরের পর।
- **সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা।**
- **দাউদী রোজা:** এক দিন পর পর রোজা রাখা।

৫. মাকরুহ রোজা (الصوم المكروه):

- **মাকরুহে তানজিহি:** শুধু মহররমের ১০ তারিখ বা শুধু জুমার দিনে রোজা রাখা।

- **মাকরুহে তাহরিমি:** দুই ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ) রোজা রাখা হারাম বা মাকরুহে তাহরিমি।

দলিল:

রমজানের ফরজ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

অর্থ: তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ১৮৩)

নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে হাদিস:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى

অর্থ: রাসূলুল্লাহ (সা.) দুই দিনের রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন: ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার দিন। (সহীহ মুসলিম)

٤ .ما شرط وجوب صوم رمضان على المكلف؟

প্রশ্ন-৪: মুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তির উপর রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

আল্লাহ তায়ালা বান্দার সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান চাপিয়ে দেন না। তাই রোজা ফরজ হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে কিছু যোগ্যতা বা শর্ত থাকা আবশ্যক। যাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'শুরুতে ওজুব' বা আবশ্যিক হওয়ার শর্ত বলা হয়।

রোজা ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ:

হানাফী মাযহাব মতে, কোনো ব্যক্তির ওপর রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার জন্য ৩টি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

১. ইসলাম (الإسلام):

ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে। কাফের বা অমুসলিমের ওপর রোজা ফরজ নয় (অর্থাৎ দুনিয়াতে তাকে কাজা করতে হবে না, তবে পরকালে কুফরির শাস্তি হবে)। ইসলাম গ্রহণের পরই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয়।

২. আকল বা সুস্থ মস্তিষ্ক (العقل):

ব্যক্তিকে বিবেকবান ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির ওপর রোজা ফরজ নয়। কারণ, যার হিতাহিত জ্ঞান নেই, তার ওপর শরিয়তের বিধান বর্তায় না।

৩. বুলুগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (البلوغ):

ব্যক্তিকে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। নাবালক শিশুর ওপর রোজা ফরজ নয়। তবে ৭ বছর বয়স হলে নামাজের মতো রোজার অভ্যাস করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে বড় হলে কষ্ট না হয়।

আদায়ের শর্ত (শুরুতে সিহহাত):

রোজা ফরজ হওয়ার পর তা আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য আরো কিছু শর্ত আছে:

- **সুস্থতা:** অসুস্থ ব্যক্তির ওপর তাৎক্ষণিক আদায় ফরজ নয় (পরে কাজা করবে)।
- **ইকামাত:** মুসাফিরের ওপর তাৎক্ষণিক আদায় ফরজ নয়।
- **পবিত্রতা:** নারীদের হায়েজ (মাসিক) ও নিফাস থেকে পবিত্র থাকা।

দলিল:

দায়িত্ব অর্পণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিখ্যাত হাদিস:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

অর্থ: তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম (শরিয়তের বিধান) উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগে, শিশু যতক্ষণ না বালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ না সুস্থ হয়। (সুনানে আবু দাউদ)

٥ .اذكر أركان الصوم الأساسية في المذهب الحنفي.

প্রশ্ন-৫: হানাফী মাযহাবে রোজার মৌলিক ফরজসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

প্রতিটি ইবাদতের কিছু রুকন বা মূল স্তম্ভ থাকে, যার ওপর সেই ইবাদতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। রোজারও কিছু রুকন রয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিশ্লেষণ অনুযায়ী রোজার রুকন ও শর্তের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

রোজার রুকন (স্থম্ভ):

হানাফী মাযহাব মতে, রোজার রুকন বা মূল ফরজ মাত্র একটি। তা হলো:

'আল-ইমসাক' (الإمساك) বা বিরত থাকা।

অর্থাৎ, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার এবং রোজা ভঙ্গকারী যাবতীয় কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। এটিই রোজার হাকিকত বা বাস্তবতা।

রোজার শর্তাবলী:

রুকনটি শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে, যা রুকনের বাইরে কিন্তু অপরিহার্য:

১. সময় (الزمان): সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিনের বেলায় হতে হবে। রাতে রোজা হয় না।

২. নিয়ত (النية): রোজা রাখার সংকল্প করা। হানাফী মতে নিয়ত হলো শর্ত, রুকন নয়। কারণ, নিয়ত অন্তরের কাজ, আর রোজা হলো দৈহিক কাজ। তবে নিয়ত ছাড়া 'ইমসাক' বা বিরত থাকা রোজা হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. পবিত্রতা: বিশেষ করে নারীদের হায়েজ ও নিফাস থেকে মুক্ত থাকা। এই অবস্থায় 'বিরত থাকা' পাওয়া গেলেও শরিয়ত তা গ্রহণ করে না।

পর্যালোচনা:

অন্যান্য মাযহাবে (যেমন শাফেয়ী) নিয়তকে রোজার রুকন বলা হয়েছে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে নিয়তকে 'শর্ত' ধরা হয়। তবে আমল কবুল হওয়ার জন্য রুকন ও শর্ত উভয়ই অপরিহার্য।

দলিল:

বিরত থাকার রুকন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

অর্থ: তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়... অতঃপর রাত পর্যন্ত রোজা (বিরত থাকা) পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

নিয়তের শর্ত সম্পর্কে হাদিস:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

অর্থ: নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (সহীহ বুখারী)

٦. ما مبطلات الصوم المغلظة بالإجماع؟

প্রশ্ন-৬: ইজমা (ঐকমত্য) এর ভিত্তিতে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ কী কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

রোজা একটি সংবেদনশীল ইবাদত। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু কাজ থেকে বিরত থাকা রোজার রুকন। এর ব্যত্যয় ঘটলে রোজা ভেঙে যায়। ফিকহবিদগণ রোজা ভঙ্গকারী কারণগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে কিছু কারণ সর্বসম্মতভাবে (ইজমা) রোজা বাতিল করে দেয়।

ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ:

মুসলিম উম্মাহর সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, রোজা অবস্থায় নিচের ৩টি কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে বা বাতিল হয়ে যাবে:

১. পানাহার করা (الأكل والشرب):

ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে (ভুলবশত নয়) যেকোনো ধরণের খাবার বা পানীয় গ্রহণ করলে রোজা ভেঙে যাবে। চাই তা হালাল খাবার হোক বা হারাম। খাদ্যনালীর মাধ্যমে পেটে কিছু পৌঁছালেই রোজা নষ্ট হয়।

২. স্ত্রী-সহবাস করা (الجماع):

রোজা অবস্থায় দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রী দৈহিক মিলন করলে রোজা ভেঙে যাবে। এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক, মিলন হলেই রোজা বাতিল। এটি রোজার সবচেয়ে বড় খেয়ানত বা লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য।

৩. হায়েজ ও নিফাস (الحيض والنفاس):

নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তস্রাব শুরু হলে রোজা সাথে সাথেই ভেঙে যাবে। এমনকি সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি রক্ত দেখা দেয়, তবুও রোজা বাতিল হয়ে যাবে এবং পরে কাজা করতে হবে।

শাস্তির বিধান:

- যদি কেউ রমজান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা সহবাস করে, তবে হানাফী মাযহাব মতে তার ওপর কাজা (১টি রোজা) এবং কাফফারা (ধারাবাহিক ৬০টি রোজা) উভয়টি ওয়াজিব হবে।
- হায়েজ-নিফাসের কারণে ভাঙলে শুধু কাজা করতে হবে।

দলিল:

কুরআনে এই তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে:

فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ...

অর্থ: এখন তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা অন্বেষণ কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়। (সূরা বাকারা: ১৮৭)

হাদিসে নারীদের ব্যাপারে এসেছে: "যখন সে ঋতুস্রাবগ্রস্ত হয়, তখন সে নামাজ পড়ে না এবং রোজা রাখে না।" (বুখারী)

٧ .ما أحكام صوم المريض والمسافر؟

প্রশ্ন-৭: রোগী ও মুসাফিরের রোজার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম সহজতার ধর্ম। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সাধ্যের বাইরে কষ্ট চাপিয়ে দেন না। রমজানের রোজা ফরজ হলেও অসুস্থ ব্যক্তি ও সফরকারীদের জন্য আল্লাহ বিশেষ ছাড় (রুখসত) দিয়েছেন।

১. অসুস্থ ব্যক্তির (রোগীর) হুকুম:

- **রোজা ভাঙার অনুমতি:** যদি কোনো ব্যক্তি এমন অসুস্থ হয় যে, রোজা রাখলে তার রোগ বেড়ে যাবে, সুস্থ হতে দেরি হবে, অথবা জীবনের আশঙ্কা দেখা দেবে (অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শে), তবে তার জন্য রোজা না রাখা বা ভাঙা জায়েজ।

- **কাজা আদায়:** সুস্থ হওয়ার পর ভাঙা রোজাগুলোর শুধু কাজা (প্রতিটির বদলে একটি) আদায় করতে হবে। কাফফারা লাগবে না।

- **ফিদিয়া:** যদি এমন বৃদ্ধ বা চিরস্থায়ী রোগী হয় যে ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ার কোনো আশা নেই, তবে সে প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার বা তার মূল্য (ফিতরা পরিমাণ) 'ফিদিয়া' হিসেবে দিবে।

২. মুসাফিরের (ভ্রমণকারীর) হুকুম:

- **সংজ্ঞা:** যে ব্যক্তি ৪৮ মাইল (প্রায় ৭৮ কি.মি.) বা তার বেশি দূরত্বের সফরে বের হয়েছে এবং ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করেছে।

- **হুকুম:** শরিয়ত মুসাফিরকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছে। তবে সফরে যদি কষ্ট না হয়, তবে রোজা রাখা উত্তম। আর কষ্ট হলে না রাখাই উত্তম।

- **কাজা আদায়:** সফর শেষ হওয়ার পর বা বাড়িতে ফিরে আসার পর ভাঙা রোজাগুলো একটির বদলে একটি কাজা আদায় করতে হবে।

দলিল:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

অর্থ: আর যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করে নিবে (কাজা করবে)। (সূরা বাকারা: ১৮৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।"

٨ .اذكر أنواع المبطلات التي تتطلب القضاء فقط.

প্রশ্ন-৮: যেসব কারণে শুধু কাজা (কাযা) ওয়াজিব হয় এমন রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

কিছু কাজ আছে যা করলে রোজা ভেঙে যায়, কিন্তু অপরাধের মাত্রা গুরুতর না হওয়ায় বা সন্দেহ থাকায় শরিয়ত সে ক্ষেত্রে শুধু কাজা (Qada) ওয়াজিব করেছে, কাফফারা (Kaffara) নয়। হানাফী মাযহাব মতে এগুলোর তালিকা জানা জরুরি।

শুধু কাজা ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ:

নিচের কারণগুলোতে রোজা ভাঙলে কাফফারা লাগবে না, শুধু পরবর্তী সময়ে একটির বদলে একটি রোজা রাখলেই হবে:

১. অখাদ্য ভক্ষণ: এমন কোনো বস্তু খাওয়া যা সাধারণত খাদ্য বা ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না এবং মানুষের প্রকৃতি তা পছন্দ করে না। যেমন: কাঁচা চাল, আটা, মাটি, পাথর, বা কঙ্কর গিলে ফেলা।

২. জবরদস্তি: কেউ যদি রোজাদারকে জোর করে বা গলায় ঢেলে কিছু খাওয়ায়।

৩. ভুল ধারণা: সাহরীর সময় আছে মনে করে কিছু খেলো, কিন্তু পরে দেখা গেল সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। অথবা ইফতারের সময় হয়েছে মনে করে খেলো, কিন্তু সূর্য তখনো ডুবেনি।

৪. বমি: ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে। (অনিচ্ছাকৃত বমিতে রোজা ভাঙ্গে না)।

৫. নাকে বা কানে ওষুধ: নাকে বা কানে তেল বা ওষুধ দিলে যদি তা গলায় বা মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

৬. দাঁতের ফাঁকের খাবার: দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা ছোলা বা তার চেয়ে বড় কোনো টুকরা গিলে ফেললে।

৭. উত্তেজনার ফলে বীর্যপাত: স্ত্রী-স্পর্শ, চুম্বন বা আলিঙ্গনের ফলে যদি বীর্যপাত হয় (সহবাস ছাড়া)। তবে শুধু তাকানো বা চিন্তার ফলে হলে রোজা ভাঙ্গে না।

দলিল:

ভুল সময়ে খাওয়ার ব্যাপারে (সময় আছে ভেবে খাওয়া) ফিকহী উসুল হলো—সন্দেহের কারণে কাফফারা (শাস্তি) রহিত হয়ে যায়, কিন্তু রোজা পূর্ণ না হওয়ায় কাজা আবশ্যক হয়।

ইচ্ছাকৃত বমির ব্যাপারে হাদিস:

مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَلْيَقْضِ

অর্থ: যে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করল, সে যেন কাজা আদায় করে। (তিরমিজি)

٩ .ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر؟

প্রশ্ন-৯: রমজানের কাজা রোজা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত বিলম্বিত করার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

রমজানের রোজা অসুস্থতা বা সফরের কারণে ছুটে গেলে তা যত দ্রুত সম্ভব কাজা করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি অলসতা করে বা ওজরের কারণে দেরি করে এবং পরবর্তী রমজান মাস এসে যায়, তবে তার হুকুম কী হবে—এ নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে মতভেদ আছে।

হানাফী মাযহাবের হুকুম:

হানাফী মাযহাব মতে, রমজানের কাজা রোজা আদায় করার সময়টি 'প্রশস্ত' (Muwas-sa)। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনো সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরজ নয়, বরং জীবনের যেকোনো সময় আদায় করলেই হবে।

- **দেরি করার বিধান:** বিনা কারণে কাজা আদায়ে দেরি করা অনুচিত, তবে যদি কেউ দেরি করে এবং পরবর্তী রমজান চলে আসে, তবে তার ওপর **কোনো ফিদিয়া বা জরিমানা ওয়াজিব হবে না**। সে বর্তমান রমজানের রোজা রাখবে এবং ঈদের পর সুবিধামতো আগের কাজাগুলো আদায় করবে।
- **শাস্তি:** তবে বিনা কারণে বিলম্ব করা মাকরুহ বা অপছন্দনীয়, কারণ মৃত্যুর কোনো নিশ্চয়তা নেই। মৃত্যুর আগে আদায় না করলে ওসিয়ত করে যেতে হবে।

অন্যান্য মাযহাবের মত:
ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, বিনা ওজরে কাজা আদায়ে দেরি করে পরবর্তী রমজান এসে গেলে, কাজার সাথে সাথে 'ফিদিয়া' (জরিমানা) দেওয়াও ওয়াজিব হবে।

হানাফী মাযহাবের দলিল:
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
অর্থ: তবে অন্য দিনগুলোতে সংখ্যা পূরণ করে নিবে। (সূরা বাকারা: ১৮৪)

এখানে আল্লাহ তায়ালা 'অন্য দিন' বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা (যেমন পরবর্তী রমজানের আগে) বেধে দেননি। তাই সময়টি উন্মুক্ত বা মুতলাক রাখা হয়েছে।

١٠ .عرّف صوم التطوع وأنواعه.

প্রশ্ন-১০: নফল রোজার সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:
ভূমিকা:
ফরজ ও ওয়াজিব রোজার বাইরে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অধিক সওয়াব লাভের আশায় বান্দা যে রোজা রাখে, তাকে নফল বা 'সাওমে তাতাওউ' বলে। পরকালে ফরজের ঘাটতি পূরণে এই রোজাগুলো সহায়ক হবে।
সংজ্ঞা:

'তাতাওউ' (التطوع) অর্থ হলো স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু করা। শরিয়তের পরিভাষায়, শরিয়ত কর্তৃক আবশ্যক নয়, কিন্তু আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য স্বেচ্ছায় যে রোজা রাখা হয়, তাকে সাওমে তাতাওউ বা নফল রোজা বলে।

প্রকারভেদ:

ফযীলত ও গুরুত্বের বিচারে নফল রোজা কয়েক প্রকার:

১. সুন্নত রোজা (الصوم المسنون):

যা রাসূলুল্লাহ (সা.) গুরুত্বের সাথে পালন করেছেন। যেমন:

- **আশুরার রোজা:** মহররমের ১০ তারিখ (সাথে ৯ বা ১১ তারিখ মিলিয়ে রাখা উত্তম)।
- **আরাফার রোজা:** জিলহজ মাসের ৯ তারিখ (হাজী ছাড়া অন্যদের জন্য)। হাদিসে আছে, এটি পেছনের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করে।

২. মুস্তাহাব রোজা (الصوم المندوب):

যা পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন:

- **শাওয়ালের ৬ রোজা:** রমজানের পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোজা রাখা সারা বছর রোজা রাখার সমান সওয়াব।
- **আইয়ামে বিজের রোজা:** প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।
- **সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা:** এই দুই দিন বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।

৩. দাউদী রোজা:

একদিন পর পর রোজা রাখা। এটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নফল রোজা।

দলিল:

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

অর্থ: আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি। (সহীহ বুখারী)

আরাফার রোজা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

অর্থ: এটি বিগত ও আগামী এক বছরের গুনাহ মোচন করে। (সহীহ মুসলিম)

١١ .اذكر سنن الصوم وآدابه.

প্রশ্ন-১১: রোজার সুন্নত ও আদবসমূহ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

রোজা কেবল উপবাস থাকার নাম নয়, বরং এটি একটি আত্মিক সাধনা। এই ইবাদতকে সুন্দর, পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য নবী করীম (সা.) কিছু আমল নিয়মিত করেছেন (সুন্নত) এবং কিছু আচরণের নির্দেশনা দিয়েছেন (আদব)। এগুলো পালন করলে রোজার নূর ও সওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়।

ক) রোজার সুন্নতসমূহ:

১. সাহরী খাওয়া: সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরী খাওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ক্ষুধা না থাকলেও অন্তত এক ঢোক পানি পান করা উচিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, সাহরীতে বরকত রয়েছে।

২. সাহরী দেরিতে খাওয়া: রাতের শেষ অংশে সুবহে সাদিকের আগমুহূর্তে সাহরী খাওয়া সুন্নত।

৩. ইফতার দ্রুত করা: সূর্যাস্ত নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা সুন্নত। দেরি করা ইহুদিদের স্বভাব।

৪. খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার করা: তাজা খেজুর বা শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করা উত্তম, না পেলে পানি দিয়ে।

৫. ইফতারের সময় দোয়া করা: ইফতারের মুহূর্তটি দোয়া কবুলের বিশেষ সময়। এসময় 'আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু...' বা অন্যান্য দোয়া পড়া সুন্নত।

খ) রোজার আদবসমূহ:

১. জিহ্বাকে সংযত রাখা: মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরি, অশ্লীল কথা ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা। হাদিসে আছে, যে মিথ্যা ছাড়ল না, তার না খেয়ে থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।

২. চোখ ও কান হেফাজত করা: হারাম দৃশ্য ও গান-বাজনা থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখা।

৩. দান-সদকা বাড়ানো: রমজান মাসে রাসূল (সা.) প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।

৪. কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির: অবসর সময়ে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও ইস্তিগফার করা।

৫. ইতিকাফ করা: রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।

দলিল:

সাহরী খাওয়ার বরকত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

অর্থ: তোমরা সাহরী খাও, কেননা সাহরীতে বরকত রয়েছে। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইফতারের ব্যাপারে হাদিস:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

অর্থ: মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা ইফতার করতে দ্রুততা অবলম্বন করবে। (সহীহ বুখারী)

١٢ .عرّف صوم الكفارة وأنواعه.

প্রশ্ন-১২: কাফফারার রোজার সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর।

উত্তর:

ভূমিকা:

শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে বা কোনো পাপ মোচনের জন্য জরিমানা স্বরূপ যে রোজা রাখা হয়, তাকে কাফফারার রোজা বলে। এটি এক প্রকার ওয়াজিব রোজা। এর মাধ্যমে বান্দা গুনাহ থেকে পবিত্র হয়।

সংজ্ঞা:

'কাফফারা' (الكفارة) শব্দটি 'কুফর' (লুকানো/ঢেকে দেওয়া) থেকে এসেছে। যেহেতু এই আমল পাপকে ঢেকে দেয় বা মুছে ফেলে, তাই একে কাফফারা বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে, নির্দিষ্ট কিছু পাপ বা ভুল-ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে শরিয়ত নির্ধারিত সংখ্যক রোজা রাখাকে সাওমে কাফফারা বলে।

প্রকারভেদ:

বিভিন্ন অপরাধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের কাফফারার রোজা রয়েছে:

১. রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফফারা:

রমজান মাসে বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা স্ত্রী-সহবাস করলে কাজার সাথে কাফফারা ওয়াজিব হয়। এর পরিমাণ হলো একটানা ৬০টি (দুই মাস) রোজা রাখা। মাঝখানে ভাঙলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। (দাস মুক্ত বা ৬০ মিসকিন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকলে)।

২. জিহারের কাফফারা:

স্ত্রীকে নিজের মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা (জিহার) হারাম। এর কাফফারাও একটানা ৬০টি রোজা রাখা।

৩. ভুলবশত হত্যার কাফফারা:

ভুলবশত কোনো মুমিনকে হত্যা করলে, তার দিয়াত (রক্তপণ) দেওয়ার পাশাপাশি কাফফারা হিসেবে একটানা ৬০টি রোজা রাখতে হয় (যদি দাস মুক্ত করতে না পারে)।

৪. কসম ভঙ্গের কাফফারা:

আল্লাহর নামে কসম করে তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হয়। ১০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো বা কাপড় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে ৩টি রোজা রাখতে হয়। হানাফী মতে এই ৩টি রোজা একটানা রাখা ওয়াজিব।

৫. ইহরাম অবস্থায় শিকারের কাফফারা:

হজ বা ওমরা অবস্থায় শিকার করলে তার বিনিময় হিসেবে রোজা রাখা লাগতে পারে, যা বিচারক নির্ধারণ করবেন।

দলিল:

জিহার ও হত্যার কাফফারা সম্পর্কে কুরআনে এসেছে:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

অর্থ: যে (দাস মুক্ত করার) সামর্থ্য রাখে না, সে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দুই মাস রোজা রাখবে। (সূরা মুজাদালা: ৪)

কসমের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

অর্থ: যে (খাওয়ানোর) সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে। (সূরা মায়িদা: ৮৯)

١٣ .ما فضائل صوم رمضان وغيره من الصيام؟

প্রশ্ন-১৩: রমজান ও অন্যান্য রোজার ফযিলতসমূহ কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

রোজা এমন এক ইবাদত যা সরাসরি আল্লাহর জন্য নিবেদিত। এর পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। দুনিয়া ও আখেরাতে রোজাদারের জন্য রয়েছে অশেষ মর্যাদা ও ফযিলত।

রোজার ফযিলতসমূহ:

১. **রাইয়্যান তোরণ:** জান্নাতে 'রাইয়্যান' (الريان) নামক একটি বিশেষ দরজা আছে, যা দিয়ে কেয়ামতের দিন শুধুমাত্র রোজাদাররাই প্রবেশ করবে। তারা প্রবেশের পর দরজাটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

২. **আল্লাহর নিজ হাতে প্রতিদান:** আল্লাহ তায়ালা হাদিসে কুদসিতে বলেন, "রোজা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব" (অথবা আমি নিজেই এর প্রতিদান)। অন্য সব আমলের সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ, কিন্তু রোজার সওয়াব অগণিত।

৩. **মুখের গন্ধ মেশকের চেয়েও সুগন্ধি:** রোজাদারের মুখের গন্ধ (খালি পেটে থাকার কারণে সৃষ্ট) আল্লাহর কাছে মেশক আম্বরের সুগন্ধির চেয়েও প্রিয়।

৪. **জাহান্নাম থেকে ঢাল:** রোজা হলো জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য একটি মজবুত ঢাল স্বরূপ।

৫. **দোয়া কবুল:** ইফতারের সময় রোজাদারের দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

৬. **রমজানের বিশেষত্ব:** রমজান মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয় এবং শয়তানকে শিকলবন্দী করা হয়। এই মাসে একটি নফল ফরজের সমান এবং একটি ফরজ ৭০টি ফরজের সমান সওয়াব রাখে।

দলিল:

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

অর্থ: বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য, রোজা ছাড়া। নিশ্চয়ই রোজা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। (সহীহ বুখারী)

রাইয়্যান দরজা সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে 'রাইয়্যান' বলা হয়, কেয়ামতের দিন রোজাদাররা সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী)

١٤ .ما حكم من مات وعليه صوم واجب؟

প্রশ্ন-১৪: যার উপর ফরজ রোজা বাকি ছিল কিন্তু সে মারা গেছে, তার হুকুম কী?

উত্তর:

ভূমিকা:

মানুষের হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। অনেক সময় অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে মানুষের রোজা কাজা হয়ে যায় এবং তা আদায় করার আগেই সে মৃত্যুবরণ করে। এই অবস্থায় তার রোজার বিধান কী হবে—এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হানাফী মাযহাবের হুকুম:

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কেউ (উত্তরাধিকারী বা আত্মীয়) রোজা রাখলে তা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হবে না। কারণ রোজা একটি দৈহিক ইবাদত (ইবাদতে বাদানি), এতে একজনের আমল অন্যের পক্ষ থেকে করা যায় না (যেমন নামাজ পড়া যায় না)।

করণীয় (ফিদিয়া প্রদান):

মৃত ব্যক্তির জিম্মায় যদি কাজা রোজা বাকি থাকে এবং সে মৃত্যুর আগে ওসিয়ত করে যায়, তবে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (1/3) থেকে তার ওয়ারিশদের জন্য 'ফিদিয়া' আদায় করা ওয়াজিব।

- **ফিদিয়ার পরিমাণ:** প্রতিটি রোজার পরিবর্তে একজন মিসকিনকে দুই বেলা তৃপ্তিসহকারে খাওয়ানো অথবা সদকাতুল ফিতর পরিমাণ (প্রায় ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম) গম বা তার মূল্য দান করা।
- **ওসিয়ত না করলে:** যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত না করে যায়, তবে ওয়ারিশদের ওপর ফিদিয়া দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে বালেগ ওয়ারিশরা নিজেদের পক্ষ থেকে ইহসান বা দান হিসেবে ফিদিয়া আদায় করলে আশা করা যায় আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং মাইয়্যেতকে মাফ করবেন।

অন্যান্য মাযহাবের মত:

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কদিম (পুরাতন) মত এবং আহলে হাদিসগণের মতে, মৃত ব্যক্তির কাজা রোজা তার ওলী বা আত্মীয়রা রেখে দিতে পারবে।

হানাফী মাযহাবের দলিল:

কুরআনে ফিদিয়ার কথা বলা হয়েছে:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অর্থ: আর যাদের রোজা রাখার সামর্থ্য নেই (যেমন অতি বৃদ্ধ বা মৃতপ্রায়), তারা ফিদিয়া হিসেবে মিসকিনকে খাবার দিবে। (সূরা বাকারা: ১৮৪)

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

অর্থ: যে ব্যক্তি মারা গেল এবং তার ওপর এক মাসের রোজা বাকি ছিল, তার পক্ষ থেকে প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো হবে। (সুনানে তিরমিজি - মাওকুফ সনদে)